সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন

ভূমিকা

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে দেশে পোল্ট্রি এবং মৎস্য উৎপাদন দ্রুত বাড়লেও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে পশুসম্পদ বিশেষ করে ছাগলের উৎপাদন আশানুরূপ বাড়েনি। এদেশে প্রাপ্ত প্রায় ১৫ মিলিয়ন ছাগলের প্রায় ৭৬ ভাগ পালন করে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ধরনের খামারিরা। বাংলাদেশে প্রাপ্ত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস যেমন সুস্বাদু চামড়া তেমনি আর্ন্তজাতিকভাবে উন্নতমানের বলে স্বীকৃত। তাছাড়া ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা অধিক এবং তারা

দেশীয় জলবায়ুতে বিশেষভাবে উৎপাদন উপযোগী। এসব গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাণিজ্যিক উৎপাদন এদেশে এখনো প্রসার লাভ করেনি। এর অন্যতম কারণ ইন্টেনসিভ বা সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল প্রধানত মাংস ও চামড়া উৎপাদনকারী জাত হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত। এদের গড় ওজন (১৫-২০ কেজি) ও দৈনিক ওজন বৃদ্ধির হার (২০-৪০ গ্রাম/দিন)। বিশ্বের অন্যান্য স্বীকৃত মাংস উৎপাদনকারী জাত যেমন:বোয়ের, সুদানিজ ডেসারট, বারবারি ইত্যাদির চেয়ে অনেক কম। তবে এদের বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য বিদেশী জাতের ছাগলের তুলনায় অনেক বেশি হলেও দুধের উৎপাদন বাচ্চার চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় বাচ্চা মৃত্যুর হার অনেক বেশি। ফলে এদের উৎপাদন সম্ভাবনা প্রায়ই অর্জিত হয়না। এজন্য বাণিজ্যিকভাবে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল উৎপাদনের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত অধিক বাচ্চা উৎপাদনসহ বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা। বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে বাণিজ্যিকভাবে সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ব্ল্যাক

বেঙ্গল ছাগল পালনের উপর গবেষণা কার্যক্রম চলছে। গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের কারিগরি বিষয়সমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

ঘর

ছাগল সাধারণত পরিষ্কার, শুষ্ক, দুর্গন্ধমুক্ত, উষ্ণ, পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলকারী পরিবেশ পছন্দ করে। গোবরযুক্ত, স্যাঁতস্যাঁতে, বদ্ধ, অন্ধকার ও পুঁতিগন্ধময় পরিবেশে ছাগলের রোগবালাই যেমন- নিউমোনিয়া,একথাইমা, চর্মরোগ, ডায়রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় সংক্রামক ও পরজীবী রোগ হতে পারে। সেই সাথে ওজন বৃদ্ধির হার, দুধের পরিমাণ এবং প্রজনন দক্ষতা কমে যায়।

(ক) ঘর নির্মাণের স্থান

পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বী, দক্ষিণ দিক খোলা স্থানে ঘর নির্মাণ করা উচিত। খামারের তিন দিকে ঘেরা পরিবেশ বিশেষ করে উত্তর দিকে গাছপালা লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে কাঁঠাল গাছ, ইপিল ইপিল, কাসাভা ইত্যাদি লাগানো যেতে পারে যাতে ওই সব গাছের পাতা ছাগলের খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। ছাগল খামারে স্থান নির্বাচনে অবশ্যই অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং উত্তম পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(খ) ঘরের আয়তন

প্রতিটি পূর্ণ বয়স্ক ছাগলের জন্য গড়ে ৮-১০ বর্গ ফুট জায়গা প্রয়োজন। প্রতিটি বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য গড়ে ৫ বর্গ মিঃ জায়গা প্রয়োজন।

(গ) ঘরের ধরন

ছাগলের ঘর ছন, গোলপাতা, খড়, টিন বা পাকা হতে পারে। তবে যে ধরনের ঘরই হোক না কেন ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাচা তৈরি করে তার উপর ছাগল রাখতে হবে। মাচার উচ্চতা ১.৫ মিটার (৫ ফুট) এবং মাচা থেকে ছাদের উচ্চতা ১.৮-২.৪ মিটার (৬-৮ ফুট) হবে। গোবর ও প্রস্রাব পড়ার সুবিধার্থে বাঁশের চটা বা কাঠকে ১ সে. মি. (২.৫৪ ইঞ্চি) ফাঁকা রাখতে হবে। মাচার নিচ থেকে সহজে গোবর ও প্রস্রাব সরানোর জন্য ঘরের মেঝে মাঝ বরাবর উঁচু করে দুই পাশে ঢালু (২%) রাখতে হবে। মেঝে মাটির হলে সেখানে পর্যাপ্ত বালি মাটি দিতে হবে। ছাগলের ঘরের দেয়াল, মাচার নিচের অংশ ফাঁকা এবং মাচার উপরের অংশ এম এম ফ্ল্যাক্সিবল নেট হতে পারে। বৃষ্টি যেন সরাসরি না ঢুকে সে জন্য ছাগলের ঘরের চালা ১-১.৫ মি. (৩.২৮-৩.৭৭ ফুট) ঝুলিয়ে দেয়া প্রয়োজন। শীতকালে রাতের বেলায় মাচার উপর দেয়ালকে চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। শীতের সময় মাচার উপর ১০-১২ সে. মি. (৪-৫ ইঞ্চি) পুরু খড়ের বেডিং বিছিয়ে দিতে হবে। চিত্রে একটি ছাগলের ঘরের লেআউট দেখানো হলো।

(ঘ) ঘরের বিন্যাস

বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন ধরনের ছাগলকে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে রাখা উচিত। পাঁঠাকে সব সময় ছাগী থেকে পৃথক করে রাখা উচিত। দুগ্ধবতী, গর্ভবতী ও শুষ্ক ছাগীকে একসাথে রাখা যেতে পারে। তবে

বাচ্চা দেয়ার পর সাত দিন পর্যন্ত ছাগীর সাথে (চরানোর সময় ছাড়া) বাচ্চাকে রাখা উচিত। বাড়ন্ত ছাগল ও খাসী একই জায়গায় রাখা যেতে পারে। তবে তাদের পৃথক খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। শীতকালে বাচ্চাকে রাতের বেলা মায়ের সাথে ব্রুডিং পেনে রাখতে হবে।

(ঙ) ব্রুডিং পেন

ব্রুডিং পেন একটি খাঁচা বিশেষ যা কাঠের বা বাঁশের তৈরি হতে পারে। এর চারপাশে চটের বস্তা দিয়ে ঢাকা থাকে। খাঁচার মেঝে সাধারণ ছাগলের ঘরের মত মাচা বিশিষ্ট কিন্তু সেখানে ৩-৪ ইঞ্চি পুরু খড় বিছানো থাকে। ২X১.৮X২ ঘন ফুট আয়তনের ব্রুডিং পেনে ২টি ছাগীসহ ৪-৬টি বাচ্চা রাখা যায়। তাপমাত্রা ১৫° সে. এর নিচে নামলে সেখানে প্রতি খাঁচায় ১০০ ওয়াটের একটি বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা ২°-২৫°সে.-এ রাখা যায়।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনাই খামারের অন্যতম প্রধান বিষয়। ইন্টেনসিভ এবং সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের খাদ্যের পরিমাণ ও গুণগত মান নির্ভর করে চারণভূমিতে প্রাপ্ত ঘাসের পরিমাণ ও গুণগত মানের উপর। বয়স ও উৎপাদনভিত্তিতে ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিম্নরূপঃ

(ক) ছাগলের বাচ্চাকে কলস্ট্রাম (শালদুধ) ও দুধ খাওয়ানো

ছাগী বাচ্চা প্রসবের প্রথম তিন দিনের দুধকে কলস্ট্রাম বলে। সাধারণ দুধ ও কলস্ট্রামের কম্পোজিশন ১ নং সারণিতে দেয়া হলো।

সারণি ১ ঃ ছাগলের দুধ ও কলস্ট্রামের উপাদানের শতকরা হার

	ফ্যাট	প্রোটিন	লেকটোজ	খনিজ	মোট শুষ্ক পদার্থ
দুধ	৫.০৯	৩.৩৩	৬.০১	১.৬০	১৬.০৩
কলস্ট্রাম (শাল দুধ)	৫.৬	৮.১০	৪.৮০	০.৮৫	২০.৩০

সাধারণত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চার ওজন ০.৮-১.৫ কেজি (গড়ে ১.০০ কেজি) ওজন হয়। বাচ্চা জন্মের পরপরই পরিষ্কার করে আধা ঘন্টার মধ্যেই মায়ের শালদুধ খেতে দিতে হবে। ছাগলের বাচ্চার প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম শালদুধ খাওয়ানো। এই পরিমাণ দুধ দিনে ৮-১০ বারে খাওয়াতে হবে। শালদুধ খাওয়াতে দেরি হলে উক্ত দুধ হজম হয়না। শাল দুধ বাচ্চার শরীরে এন্টিবডি তৈরি করে রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করে। দুই বা ততোধিক বাচ্চা হলে প্রত্যেকেই যেন শালদুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ছানা সাধারণত ২-৩ মাসের মধ্যে দুধ ছাড়ে। জন্ম থেকে তিন মাস বয়স পর্যন্ত নিম্নোক্ত হারে ছাগল ছানাকে খাওয়ানো উচিত (সারণি ২)।

সারণি ২ ঃ ছাগল ছানার বয়স ভিত্তিক খাদ্য সরবরাহ

বয়স (সপ্তাহ)	প্রতি কেজি ছাগলের জন্য দুধ (গ্রাম)	প্রতি কেজি ছাগলের জন্য দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	কচি ঘাস
০-২	২০০	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৩-৪	২৫০	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৫-৬	২৫০	২০	সামান্য পরিমাণ
৭-৮	২৩০	৪০	পর্যাপ্ত পরিমাণ
৯-১০	২১০	৬০	পর্যাপ্ত পরিমাণ
১১-১২	২০০	১০০	পর্যাপ্ত পরিমাণ

বিঃ দ্রঃ ছাগলকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার পানি সরবরাহ করা উচিত।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দুধ উৎপাদন কম হওয়ায় ২-৩ ছানাবিশিষ্ট ছাগীর দুধ কখনো কখনো বাচ্চার প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারেনা। এক্ষেত্রে ছানাকে উল্লেখিত পরিমাণে ৩৭-৩৮° সে. তাপমাত্রায় অন্য ছাগলের দুধ বা মিল্ক রিপ্লেসার (সারণি ৩) খাওয়ানো উচিত।

সারণি ৩ ঃ সম্ভাব্য মিল্ক রিপ্লেসারের উপাদান (%)

উপাদান	পরিমাণ (%)
স্কিম মিল্ক পাউডার	৭০
চাল বা গম বা ভুট্টার গুঁড়ি	২০
সয়াবিন তৈল	৭
লবণ	১.৫
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	১.০০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০

এক অংশ মিল্ক রিপ্লেসার ৯ অংশ (৩৯-৪০° সে.) পানিতে মিশিয়ে ছাগল ছানাকে ২ নং টেবিলে বর্ণিত পরিমাণ অনুসারে খাওয়ানো যেতে পারে।

(খ) ছাগল ছানার কিড স্টার্টার

ছাগলের বাচ্চার দানাদার খাদ্য মিশ্রণে কম আঁশ, উচ্চ প্রোটিন, উচ্চ বিপাকীয় শক্তি সম্পন্ন হতে হয়। ৪ নং সারণিতে এ ধরনের কয়েকটি সম্ভাব্য মিশ্রণ দেয়া হলো।

সারণি ৪ ঃ ছাগল ছানার (০-৩ মাস) কিড স্টার্টারে সম্ভাব্য মিশ্রণ (%)

উপাদান	মিশ্রণ-১	মিশ্রণ-২	মিশ্রণ-৩
গম/চাল/ভুট্টা ভাঙ্গা	২৫.০	২৫.০	২৫.০
মাষকলাই/খেসারি ভাঙ্গা	২৫.০	২৫.০	২৫.০
গমের ভুসি/ঢেঁকিছাটা কুঁড়া	২৫.০	২৫.০	২৫.০
তিলের খৈল	১০.০	৫.০	-
সয়াবিন খৈল	৮.০	১০.০	১৭.০
শুঁটকি মাছের গুঁড়া/প্রোটিন কনসেনট্রেট	-	২.০	-
চিটাগুড়	৪.০	৫.০	৫.০
সয়াবিন তেল	১.০	১.০	১.০
লবণ	১.০	১.০	১.০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫	০.৫	০.৫
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	০.৫	০.৫	০.৫
মোট	১০০	১০০	১০০
বিপাকীয় শক্তি (MJ/kg)	১২.০ প্রায়	১২.০ প্রায়	১২.০ প্রায়
প্রোটিন (g/kg)	১৭.৫০	১৮.৫০	১৮.৮০

(গ) ছাগলের বাচ্চাকে ঘাস খাওয়ানো

সারণি ২ এ বলা হয়েছে যে, ছাগলের বাচ্চাকে জন্মের প্রথম সপ্তাহ থেকে ঘাসের সাথে পরিচিত করে তুলতে হবে। সাধারণত শুরুতে মায়ের সাথেই বাচ্চা ঘাস খেতে শিখে। অভ্যস্ত করলে সাধারণত দুই সপ্তাহ থেকেই বাচ্চা অল্প অল্প ঘাস খেতে শিখে। এ সময়ে বাচ্চাকে কচি ঘাস যেমন: দুর্বা, নেপিয়ার, স্প্লেনডিডা, রোজি, প্লিকাটুলাম, সেন্টোসোমা, এন্ড্রোপোগন প্রভৃতি ঘাস খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া, ইপিল ইপিল, কাঁঠাল পাতা, ধইনচা ইত্যাদি পাতা খাওয়ানো যেতে পারে। ছাগলের বাচ্চা চাহিদানুসারে খেতে পারে এভাবে সবুজ ঘাস সরবরাহ করা যেতে পারে।

বাড়ন্ত ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ৩-১২ মাস সময় কালকে মূল বাড়ন্ত সময় বলা যায়। এ সময়ে যেসব ছাগল প্রজনন বা মাংস উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হবে তাদের খাদ্য পুষ্টি চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। দুধ ছাড়ানোর পর থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত সময়ে ছাগলের পুষ্টি সরবরাহ অত্যন্ত নাজুক পর্যায়ে থাকে। এ সময়ে একদিকে ছাগল দুধ থেকে প্রাপ্ত প্রোটিন ও বিপাকীয় শক্তি থেকে যেমন বঞ্চিত হয় তেমনি মাইক্রোবিয়াল ফার্মেন্টেশন থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি সরবরাহও কম থাকে। এজন্য এ সময়ে পর্যাপ্ত প্রোটিনসমৃদ্ধ দানাদার ও আঁশ জাতীয় খাদ্য দিতে হবে। ছাগল সাধারণত তার ওজনের ৪-৫% হারে শুষ্ক পদার্থ খেয়ে থাকে। সারণি ৫-এ বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক দানাদার খাদ্য ও ঘাসের পরিমাণ দেয়া হলো। এভাবে খাওয়ালে একটি খাসী ১ বছরেই ২০-২২ কেজি ওজনের হতে পারে। এজন্য ৯-১২ মাসের মধ্যে ছাগলকে বাজারজাত করা যায়। দানাদার খাদ্যের পরিমাণ সবুজ ঘাসের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে। ঘাসের পরিমাণ ও গুণগত মান বেশি হলে দানাদার

খাদ্যের পরিমাণ কমবে এবং পরিমাণ ও গুণগত মান কম হলে উপরোক্ত পরিমাণ দানাদার খাদ্যেই চলবে।

সারণি ৫ ঃ বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ

ছাগলের ওজন (কেজি)	দানাদার খাদ্য দৈনিক সরবরাহ (গ্রাম)	ঘাস সরবরাহ/চরানো (কেজি)
৪	১০০	০.৪
৬	১৫০	০.৬
৮	২০০	০.৮
১০	২৫০	১.৫
১২	৩০০	২.০
১৪	৩৫০	২.৫
১৬	৩৫০	৩.০
>১৮	৩৫০	৩.৫

প্রজননক্ষম পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা

পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা বাড়ন্ত ছাগলের মতই। তবে প্রজননে সহায়তার জন্য প্রতিটি পাঁঠাকে দৈনিক ১০ গ্রাম ভিজানো ছোলা দেয়া প্রয়োজন। একটি পাঁঠা ১০ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত প্রজননক্ষম থাকে। কোনোভাবেই পাঁঠাতে বেশি চর্বি জমতে দেয়া উচিত নয়। ২৮-৩০ কেজি ওজনের পাঁঠার জন্য দৈনিক ৪০০ গ্রাম পরিমাণ দানাদার খাবার দেয়া প্রয়োজন।

দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

দুগ্ধবতী ছাগল তার ওজনের ৫-৬ শতাংশ হারে শুষ্ক পদার্থ খেয়ে থাকে। একটি তিন বছর বয়স্ক ২য় বার বাচ্চা দেয়া ছাগীর গড় ওজন ৩০ কেজি হারে দৈনিক ১.৫-১.৮ কেজি শুষ্ক পদার্থ খেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ১-১.৫ কেজি পরিমাণ শুষ্ক পদার্থ ঘাস থেকে (৩-৫ কেজি কাঁচা ঘাস) বাকি ০.৫-০.৮ কেজি শুষ্ক পদার্থ দানাদার খাদ্য থেকে দেয়া উচিত। যেহেতু ছাগী বাচ্চা দেয়ার ১.৫-২.০ মাসের মধ্যে গর্ভবতী হয়। সেজন্য প্রায় একই পরিমাণের খাবার গর্ভাবস্থায়ও ছাগলকে দিতে হবে। বিএলআরআই-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, নিয়মিত হারে খাওয়ালে ছাগল-

১. দৈনিক ৪০০-১০০০ গ্রাম পর্যন্ত দুধ দেয়,

২. গড়ে বাচ্চা দেয়ার ২১ দিনের মাথায় গরম হয়,

৩. বছরে দুইবার বাচ্চা দেয়,

৪. জন্মের সময় বাচ্চার গড় ওজন (<১.০ কেজি বনাম >১.৫ কেজি) হয়।

বাড়ন্ত ছাগল, প্রজননক্ষম পাঁঠা, দুগ্ধ ও গর্ভবতী ছাগলের জন্য নিম্নলিখিত দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ ব্যবহার করা যেতে পারে (সারণি ৬)।

সারণি ৬ ঃ ছাগলের দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ (%)

গম/ভুট্টা ভাঙ্গা/চাল	১২.০০
গমের ভুসি/আটা কুঁড়া	৪৭.০০
খেসারি/মাষকলাই/অন্য ডালের ভুসি	১৬.০০
সয়াবিন খৈল/তিলের খৈল/সরিষার খৈল	২০.০০
শুঁটকি মাছের গুঁড়া/প্রোটিন কনসেন্ট্রেট	১.৫০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট/হাড়ের গুঁড়া	২.০০
লবণ	১.০০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০

ছাগলের চরানো

ঘাস সরবরাহের জন্য নেপিয়ার, স্প্লেনডিডা, প্লিকাটুলুম, রোজি, পারা, জার্মান ইত্যাদির চাষ করা যেতে পারে। ঘাস সরবরাহের পাশাপাশি ছাগলকে চরানোর জন্য চারণভূমি উন্নয়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে চারণভূমিতে প্যাঙ্গোলা ঘাসের চাষ করা যেতে পারে। মাঠের চারপাশে ইপিল ইপিল গাছ লাগানো যেতে পারে। তাছাড়া বর্ষাকালে চারণভূমিতে ঘাসের সাথে মাষকলাই ছিটিয়ে দিলেও ঘাসের খাদ্যমান অনেক বেড়ে যায়। শীতকালে অনেক সময় পর্যাপ্ত ঘাস পাওয়া যায় না। এজন্য এ সময়ে ছাগলকে ইউএমএস (ইউরিয়া ৩%, মোলাসেস ১৫%, খড় ৮২%)-এর সাথে অ্যালজির পানি খাওয়ানো যেতে পারে।

প্রজনন ব্যবস্থাপনা

একটা পাঁঠায় সাধারণত ৩/৪ মাস বয়সেই যৌবন প্রাপ্তির লক্ষণ দেখা দেয়, কিন্তু আট/নয় মাস বয়সের পূর্বে পাল দেবার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কোনো পাঁঠার শারীরিক দুর্বলতা, পঙ্গুত্ব বা কোনো যৌন অসুখ সমস্ত পালকে নষ্ট করে দিতে পারে। তাই সেদিকে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে। দশটি ছাগীর জন্য একটা পাঁঠাই যথেষ্ট। ছাগী যখন প্রথমবারে (৫-৬ মাস বয়সে) গরম (heat) হয় তখন তাকে পাল না দেয়াই ভাল। এক্ষেত্রে এক/দুইটি হিট বাদ দিয়ে মোটামুটি ১১-১২ কেজি ওজনে পাল দেয়া উচিত। পাল দেয়ার পূর্বে ছাগী সঠিক হিট এ আছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ছাগীর হিটে আসার লক্ষণগুলো হচ্ছে- মিউকাস নিঃসরণ, ডাকাডাকি করবে, অন্য ছাগীর উপর উঠা ইত্যাদি। ছাগী হিটে আসার ১২-৩৬ ঘন্টার মধ্যে পাল দেয়া উচিত। অর্থাৎ সকালে হিটে আসলে বিকেলে এবং বিকেলে হিটে আসলে পরদিন সকালে পাল দিতে হবে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের খামারে রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য নিয়মিত পিপিআর টিকা, কৃমিনাশক ইত্যাদির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। ছাগলের সবচেয়ে মারাত্মক রোগ পি পি আর এবং গোটপক্সের ভেক্সিন জন্মের ৩ মাস পরে দিতে হয়। বছরে দুবার বর্ষার প্রারম্ভে (এপ্রিল-মে) কৃমিনাশক এবং বর্ষার শেষে (অক্টোবর-নভেম্বর) ব্রডস্পেকট্রাম কৃমিনাশক খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া যকৃত কৃমির জন্য হেক্স ফ্লোরোফেন, নাইট্রোক্সিসিল ইত্যাদি ব্যবহার করা প্রয়োজন। কোনো ছাগলের চর্মরোগ দেখা দিলে তা ফার্ম থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। যে কোনো নতুন ছাগল খামারে প্রবেশ

করানোর আগে কমপক্ষে এক সপ্তাহ অন্য স্থানে রেখে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। খামারের সকল ছাগলকে ১৫-৩০ দিন পর পর ০.৫%মেলাথায়ন সলিউশনে ডিপিং করানো (চুবানো) উচিত। তাছাড়া ম্যাসটাইটিসসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া বাঞ্ছনীয়।

বাচ্চার ডায়রিয়া

বাচ্চাই ছাগল খামারের আসল ফসল। কিন্তু বাচ্চা বয়সে ডায়রিয়া এবং নিমোনিয়া বাচ্চা মৃত্যুর অন্যতম কারণ। এজন্য বাচ্চাকে সব সময় পরিচ্ছন্ন জায়গায় এবং পরিমাণ মতো দুধ খাওয়াতে হবে। কখনোই ঠান্ডা, বাসী দুধ বা মিল্ক রিপ্লেসার খাওয়ানো যাবে না। ফিডার ও অন্যান্য খাদ্যপাত্র সবসময় পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ডায়রিয়া হলে বারবার স্যালাইন (প্রতিবারে ২০-৫০ মি. লি.) খাওয়াতে হবে। স্যালাইনের পাশাপাশি সাধারণ খাদ্য দিতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মত চিকিৎসা করা যেতে পারে।

বাচ্চার ব্যবস্থাপনা

১. জন্মের পর পর বাচ্চাকে পরিষ্কার করে নাভি থেকে ৩-৪ সে. মি. নিচে কেটে দিতে হবে।

২. বাচ্চাকে পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুসারে জন্মের পরপরই শালদুধ/সাধারণ দুধ খাওয়াতে হবে।

৩. যে বাচ্চার মায়ের দুধের পরিমাণ কম তাদেরকে বোতলে অন্য ছাগলের দুধ/বিকল্প দুধ (মিল্ক রিপ্লেসার) খাওয়াতে হবে। এক্ষেত্রে সবসময় ৩৮-৩৯° সে. তাপমাত্রার (হালকা গরম) দুধ খাওয়ানো উচিত।

৪. শীতের সময়ে বাচ্চাকে মায়ের সাথে ব্রুডিং পেনে রেখে ২৫-২৮° সে. তাপমাত্রায় রাখতে হবে।

৫. বাচ্চা যেন অতিরিক্ত দুধ না খায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। অতিরিক্ত দুধ বাচ্চার ডায়রিয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৬. যেসব পাঁঠা বাচ্চা প্রজনন কাজে ব্যবহৃত হবে না তাদেরকে ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে খাসী করাতে হবে।

৭. বাচ্চাকে প্রতিদিন পূর্বে বর্ণিত নিয়মে কিছু কিছু কাঁচা ঘাস খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে।

প্যাকেজের উদ্ভাবকঃ ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী